হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২১

(১)তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোজা কোস দ্বীপে গেলাম। পরদিন আমরা রোডস দ্বীপে এলাম। তারপর সেখান থেকে পাতারা গেলাম। (২)সেখানে আমরা ফৈনিকিয়া যাবার একটি জাহাজ পেলাম। তখন আমরা সেই জাহাজে উঠে রওনা হলাম।

(৩)পরে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখতে পেয়ে তার দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে আমরা সিরিয়া দেশের টায়ার শহরে গিয়ে জাহাজ থেকে নামলাম।

(৪)কারণ সেখানে জাহাজের মালামাল নামাবার কথা ছিলো। সেখানকার ইমানদারদের খুঁজে পেয়ে আমরা তাদের সংগে সাতদিন রইলাম। আল্লাহ্‌ রুহের পরিচালনায় তারা হযরত পৌল রা.-কে অনুরোধ করলেন, যেনো তিনি জেরুসালেমে না-যান।

(৫)সেই দিনগুলো কেটে গেলে পর আমরা আমাদের পথে রওনা হলাম এবং তারা সবাই, তাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা, আমাদের সংগে-সংগে শহরের বাইরে এলেন। (৬)সেখানে আমরা হাঁটু গেড়ে মোনাজাত করলাম। একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা জাহাজে উঠলাম এবং তারা বাড়ি ফিরে গেলেন।

(৭)টায়ার থেকে যাত্রা করে আমরা তলিমায়িতে পৌঁছলাম। সেখানে ইমানদার ভাইদের সালাম জানিয়ে তাদের সংগে এক দিন থাকলাম।

(৮)পরদিন আমরা যাত্রা করে কৈসরিয়াতে পৌঁছলাম এবং হযরত ফিলিপ র. এর বাড়িতে গিয়ে থাকলাম; ইনি ছিলেন সেই সাতজনের একজন। (৯)তার চারজন অবিবাহিতা মেয়ে ছিলো। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার দান ছিলো।

(১০)আমরা সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকার পর ইহুদিয়া থেকে হযরত আগাব র. নামে এক ওলি এলেন। (১১)তিনি আমাদের কাছে এসে হযরত পৌল রা এর কোমরের বেল্ট খুলে নিলেন এবং

তা দিয়ে নিজের হাত-পা বাঁধলেন ও বললেন, "আল্লাহর রুহ বলছেন, 'জেরুসালেমের ইহুদিরা এই বেল্টের মালিককে এভাবে বাঁধবে এবং অ-ইহুদিদের হাতে তুলে দেবে।' "

(১২)এ-কথা শুনে আমরা এবং সেখানকার লোকেরা হযরত পৌল রা.কে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম, যেনো তিনি জেরুসালেমে না-যান। (১৩)তখন হযরত পৌল রা. বললেন, "কেনো আপনারা কেঁদে-কেঁদে আমার মন ভেঙে দিচ্ছেন? হযরত ইসা আ. এর নামের জন্য আমি জেরুসালেমে কেবল বন্দি হতে নয়, কিন্তু মরতেও প্রস্তুত আছি।" (১৪)তাকে থামাতে না-পেরে আমরা চুপ করলাম এবং বললাম, "আল্লাহর ইচ্ছামতোই হোক।"

(১৫)ঐ দিনগুলোর পরে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে জেরুসালেমের দিকে রওনা হলাম।

(১৬)কৈসরিয়ার কয়েকজন ইমানদার আমাদের সংগে চললেন এবং হযরত মনাসোন র. নামে সাইপ্রাসের এক লোকের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তার বাড়িতে আমাদের থাকার কথা ছিলো। ইনি ছিলেন প্রথমদিকের সাহাবিদের মধ্যে একজন।

(১৭)জেরুসালেমে পৌঁছলে পর ইমানদার ভাইয়েরা খুশি হয়ে আমাদের গ্রহণ করলেন। (১৮)পরদিন হযরত পৌল রা. আমাদের সংগে নিয়ে হযরত ইয়াকুব রা.-কে দেখতে গেলেন এবং বুজুর্গরা সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। (১৯)তাদের সালাম জানাবার পর তিনি তাঁর প্রচারের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ কীভাবে অ-ইহুদিদের মধ্যে কাজ করেছেন, তা এক-এক করে বললেন। (২০)এসব শুনে তাঁরা আল্লাহর গৌরব করলেন। পরে তাঁরা তাঁকে বললেন, "ভাই, তুমি তো দেখছো, কতো হাজার-হাজার ইহুদি হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান এনেছে; আর তাঁরা সবাই হযরতর মুসা আ. এর শরিয়তের জন্য অহংকারী।

(২১)তোমার বিষয়ে তাঁদের বলা হয়েছে যে, অ-ইহুদিদের মধ্যে যে-সব ইহুদিরা থাকে, তাঁদের তুমি হযরত মুসা আ. -এর শরিয়ত বাদ দিয়ে চলতে শিক্ষা দিয়ে থাকো। অর্থাৎ তুমি তাদের ছেলেদের খতনা করাতে এবং রীতিনীতি পালন করতে নিষেধ করে থাকো। (২২)এখন কী করা যায়? তারা তো নিশ্চয়ই শুনবে যে, তুমি এসেছো।

(২৩)আমরা তোমাকে যা বলি, এখন তুমি তা-ই করো। আমাদের মধ্যে এমন চার ব্যক্তি আছে, যারা একটি মানত করেছে।

(২৪)এই লোকদের সংগে নিয়ে যাও এবং তাদের সংগে তুমি নিজেও পাকসাফ হও, আর তাদেরকে মাথার চুল কামানোর পয়সা দাও। তখন সবাই জানবে যে, তোমার সম্বন্ধে তাদের যা বলা হয়েছে, তা কিছু নয় এবং তুমি নিজে শরিয়ত পালন করো এবং রক্ষাও করো।

(২৫)কিন্তু যে-অ-ইহুদিরা ইমানদার হয়েছে, তাদের জন্য আমরা যা ঠিক করেছি, তা তাদের কাছে লিখে জানিয়েছি যে, মূর্ত্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার, রক্ত ও গলাটিপে মারা কোনো পশুর মাংস খাবে না। আর কোনো রকম জিনা করবে না।"

(২৬)তখন হযরত পৌল রা. সেই লোকদের নিয়ে গেলেন এবং পরদিন নিজে পাকসাফ হয়ে তাদের সংগে বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন। আর তাদের পাকসাফ হবার কাজ শেষে প্রত্যেকের জন্য পশু-কোরবানি দেয়া হবে বলে জানিয়ে দিলেন। (২৭)সাতদিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এশিয়ার কয়েকজন ইহুদি হযরত পৌল রা.-কে বায়তুল-মোকাদ্দসে দেখলো। তারা সেখানকার সমস্ত লোককে উসকে দিলো এবং তাঁকে ধরলো।

(২৮)তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, "বনি-ইস্রায়েলীয়রা, সাহায্য করো! এ-ই সেই লোক, যে সব জায়গার সবাইকে আমাদের জাতি এবং আমাদের শরিয়ত ও বায়তুল-মোকাদ্দসের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বেড়ায়। শুধু তা-ই নয়, সে গ্রীকদের বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকিয়ে এই পবিত্র জায়গা নাপাক করেছে। " (২৯)কারণ তারা আগে ইফিসীয় ত্রফিমকে তাঁর সংগে শহরে দেখেছিলো এবং তারা ভেবেছিলো যে, হযরত পৌল রা. ত্রফিমকে বায়তুল-মোকাদ্দসেও এনেছেন।

(৩০)তখন সারা শহর উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং লোকেরা এক সংগে দৌড়ে গেলো। তারা হযরত পৌল রা.-কে ধরে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে টেনে বের করে আনলো এবং সংগে-সংগেই দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো। (৩১)যখন তারা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলো, তখন রোমীয় সৈন্যদের প্রধান সেনাপতির কাছে খবর গেলো যে, সারা জেরুসালেমে হট্টগোল বেধে গেছে।

(৩২)তখনই তিনি কয়েকজন লেফটেন্যান্ট ও সৈন্যদের নিয়ে দৌঁড়ে ভিড়ের কাছে গেলেন। লোকেরা প্রধান সেনাপতি ও সৈন্যদের দেখে হযরত পৌল রা.-কে মারা বন্ধ করলো। (৩৩)তখন প্রধান সেনাপতি এসে তাকে বন্দি করলেন এবং দু' টো শেকল দিয়ে তাঁকে বাঁধার হুকুম দিলেন। পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটি কে? এবং সে কী করেছে?"

(৩৪)তখন লোকদের মধ্য থেকে কয়েকজন চিৎকার করে এক রকম কথা বললো, আবার কয়েকজন অন্যরকম কথা বললো। ফলে প্রধান সেনাপতি এই হট্টগোলের জন্য আসল ব্যাপার জানতে না-পেরে তাঁকে সেনানিবাসে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন।

(৩৫)হযরত পৌল রা. সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে পর লোকদের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য সৈন্যদের তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হলো।

(৩৬)জনতা তার পেছনে-পেছনে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "ওকে দূর করো।" (৩৭)সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে সেনানিবাসে ঢুকতে যাবে, এমন সময় তিনি প্রধান সেনাপতিকে বললেন, "আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?"

(৩৮)প্রধান সেনাপতি বললেন, "তুমি কি গ্রিক জানো? মিসরের যে-লোকটা কিছুদিন আগে বিদ্রোহ শুরু করে চার হাজার বিদ্রোহীকে মরু-প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিলো, তুমি কি তাহলে সেই লোক নও?" (৩৯)হযরত পৌল রা. জবাব দিলেন, "আমি একজন ইহুদি। কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সো শহরের লোক। আমি এক গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাগরিক। দয়া করে আমাকে লোকদের কাছে কথা বলতে দিন। "

(৪০)প্রধান সেনাপতির অনুমতি পেয়ে হযরত পৌল রা. সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালেন এবং লোকদের চুপ করার জন্য ইশারা করলেন। লোকেরা চুপ করলে পর ইব্রানী ভাষায় তাদের বললেন,